দৈনিক ইনকিলাব 097 তারিখ 11 FEB 1987
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ১

উপজেলা পরিক্রমা

কালীগঞ্জ

ঝিনাইদহ, ১০ ফেব্রুয়ারী (সংবাদদাতা)।— দীর্ঘদিনের উদাসীনতা, অব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অভাবে উপজেলা কালীগঞ্জ আজ বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। ১৯৮৩ সালের ৭ নভেম্বর কালীগঞ্জ উপজেলায় উন্নীত হলেও বিশেষভাবে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম না হবার ফলে এলাকাবাসী ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন।

যাতায়াত

দীর্ঘদিন যাবত সংস্কার ও সংরক্ষণের অভাবে কালীগঞ্জ উপজেলার রাস্তাগুলো যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। সমগ্র উপজেলায় ১৫ মাইল পাকা, ৯ মাইল আধাপাকা এবং প্রায় ২শ' মাইল কাঁচা রাস্তা রয়েছে। আধাপাকা রাস্তাগুলোর ইট, খোয়া প্রভৃতি উঠে মাঝে মাঝে ছোট-বড় গর্ত হওয়ায় বর্ষার সময় গর্তে পানি জমে যায়। তখন যানবাহন ও লোক চলাচলে ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়ে থাকে। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের কাঁচা রাস্তাগুলোর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

শিক্ষা

কালীগঞ্জ উপজেলায় সর্বমোট ১৪৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১টি মহাবিদ্যালয়, ১৭টি উচ্চ বালক ও ১টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ৬৪টি সরকারী ও ২৬টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি সিনিয়র, ৫টি ফাজেল ও ৩৪টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা। প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ এবং অর্থের অভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের ঠিকমত শিক্ষাদান করা সম্ভব হচ্ছে না। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ প্রভৃতি অপ্রতুল। বিদ্যালয় গৃহগুলো জরাজীর্ণ। বিশেষ করে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। উপজেলার হাই স্কুলগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের অভাব। বিশেষ করে যন্ত্রপাতি না থাকায় অধিকাংশ হাই স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাদানে দারুণ বিঘ্নের সৃষ্টি হচ্ছে।

কৃষি

সমগ্র উপজেলায় আবাদযোগ্য জমি রয়েছে ৬০ হাজার একর। এর মধ্যে ৭ হাজার ২শ' ৪০ একরে একফসল, ৪৭ হাজার ৮শ' ৩০ একরে দুই ফসল এবং ৪ হাজার ৫শ' একরে তিন ফসল আবাদ করা হয়। এ ছাড়াও চাষযোগ্য প্রায় ৮ হাজার একর জমি পতিত পড়ে থাকে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা উপজেলায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হলে এলাকার চাহিদা পূরণ করেও খাদ্যশস্য বাইরে রফতানী করা সম্ভব। এদিকে সমগ্র উপজেলায় রয়েছে মাত্র ৫৯টি গভীর ও ১শ' ৭৫টি অগভীর নলকূপ। এসব সেচ-যন্ত্রের মাধ্যমে মাত্র ৬ হাজার ৫শ' একর জমিতে পানি সেচ দেয়া হয়।

স্বাস্থ্য

প্রায় ২ লাখ জনঅধ্যুষিত কালীগঞ্জ উপজেলায় ১টি ৩১ শয্যার হাসপাতাল, ১টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ১টি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক ও ৭টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর একশ্রেণীর ডাক্তার ও কর্মচারীদের উদাসীনতা ও গাফিলতির ফলে এলাকাবাসী চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। অন্যদিকে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের অভাবে রোগীদের বাইরে থেকে প্রায় সব ওষুধই কিনে ব্যবহার করতে হয়।

হাট-বাজার

উপজেলায় ১৯টি হাট ও ২টি বাজার রয়েছে। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা, গাফিলতি ও খামখেয়ালীর দরুন হাট-বাজারগুলো নানা সমস্যায় জর্জরিত। এসব হাট-বাজারে ঠিকমত খাজনা ও তোলা আদায় করা হলেও এগুলোর উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের প্রায় হাট-বাজারগুলোরই উন্নয়নের জন্য কোন কমিটি নেই। ফলে প্রায়ই চুরি, ডাকাতি ঘটে থাকে। তাছাড়া বাজারগুলোতে কোন ভাল ঘরের ব্যবস্থা নেই।